182. Nc. 931. 6.

গীতোৎসব

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অনুগ্রহপূর্ব্বক হাততালি দিবেন না।

182. Nc. 931. 6.

গীতোৎসব

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী দুর্গত সহায়ক সঙ্ঘ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

অভিনয় রাত্রি

২৮শে, ২৯শে, ৩১শে ভাদ্র ও ১লা আশ্বিন, ১৩৩৮।

বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়
২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়
২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
প্রকাশক—রায়সাহেব শ্রীজগদানন্দ রায়।

NATIONAL LIBRARY
No. Imp. 4071
DATE 7/9/09
CALCUTTA

গীতোৎসব

RARE BOOK

মূল্য চারি আনা।

শান্তিনিকেতন প্রেস। শান্তিনিকেতন, (বীরভূম)।
রায়সাহেব শ্রীজগদানন্দ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

গীতোৎসব

১

নির্ম্মল কান্ত, নমো হে নমঃ
স্নিগ্ধ সুশান্ত নমো হে নমঃ।
বন-অঙ্গনময় রবিকররেখা
লেপিল আলিম্পনলিপি-লেখা,
আঁকিব তাহে প্রণতি মম।
নমো হে নমঃ॥

২

বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে।
স্থলে জলে নভতলে বনে উপবনে
নদী নদে গিরিগুহা পারাবারে
নিত্য জাগে সরস সঙ্গীত মধুরিমা,
নিত্য নৃত্যরস ভঙ্গিমা।

[২]

আষাঢে নব আনন্দ, উৎসব নব।
অতি গম্ভীব নীল অম্ববে ডম্বরু বাজে,
যেন বে প্রলয়ঙ্কবী শঙ্কবী নাচে।
কবে গর্জ্জন নির্ঝবিণী সঘনে,
হেবো ক্ষুব্ধ ভয়াল বিশাল নিবাল পিয়াল তমাল-বিতানে
উঠে বব ভৈবব তানে।
পবন মল্লাব গীত গাহিছে আঁধাব বাতে,
উন্মাদিনী সৌদামিনী বঙ্গভবে নৃত্য কবে অম্ববতলে।
দিকে দিকে কত বাণী, নব নব কত ভাষা,
ঝব ঝব বসধাবা॥

৩

নীলাঞ্জন ছায়া,
প্রফুল্ল কদম্ববন,
জম্বুপুঞ্জে শ্যাম বনান্ত,
বনবীথিকা ঘন সুগন্ধ।
মন্থব নব নীলনীবদ-
পরিকীর্ণ দিগন্ত;
চিত্ত মোব পন্থহাবা,
কান্ত-বিবহ কান্তাবে।

৪

এসো এসো হে তৃষ্ণার জল,
ভেদ করো কঠিনের ক্রূর বক্ষতল
কল কল ছল ছল।
এসো এসো উৎস স্রোতে
গূঢ় অন্ধকার হ'তে
এসো হে নির্ম্মল
কলকল ছলছল।
রবিকর রহে তব প্রতীক্ষায়,
তুমি-যে খেলার সাথী, সে তোমারে চায়।
তাহারি সোনার তান
তোমাতে জাগায় গান,
এসো হে উজ্জ্বল,
কলকল ছলছল।
হাঁকিছে অশান্ত বায়
"আয় আয় আয়", সে তোমায় খুঁজে যায়।
তাহারি মৃদঙ্গ রবে
করতালি দিতে হবে,
এসো হে চঞ্চল,
কল কল ছল ছল।

মরুদৈত্য কোন্ মায়াবলে
তোমারে ক'রেছে বন্দী পাষাণ-শৃঙ্খলে।
ভেঙে ফেলে দিয়ে কারা
এসো বন্ধহীন ধারা,
এসো হে প্রবল,
কল কল ছল ছল ॥

৫

ঐ বুঝি কাল-বৈশাখী
সন্ধ্যা আকাশ দেয় ঢাকি'।
ভয় কিরে তোর ভয় কারে
দ্বার খুলে দিস্ চারধারে,
শোন্ দেখি ঘোর হুঙ্কারে
নাম তোরি ঐ যায় ডাকি'।
তোর সুরে আর তোর গানে
দিস্ সাড়া তুই ওর পানে।
যা নড়ে তা দিক্ নেড়ে
যা যাবে তা যাক্ ছেড়ে,
যা ভাঙা তাই ভাঙ্‌বেরে
যা র'বে তাই থাক্ বাকি ॥

৬

এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে,
এসো করো স্নান নবধারা জলে।
দাও আকুলিয়া ঘন কালো কেশ,
পরো দেহ ঘেরি' মেঘ-নীল বেশ ;
কাজল নয়নে যূথীমালা গলে
এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে ॥
আজি খনে খনে হাসিখানি, সখি,
অধরে নয়নে উঠুক্ চমকি'।
মল্লার গানে তব মধুস্বরে
দিক্ বাণী আনি' বনমর্ম্মরে।
ঘন বরিষণে জল-কলকলে
এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে ॥

৭

আবৃত্তি

দুঃসময়

৮

বজ্রমাণিক দিয়ে গাঁথা আষাঢ় তোমার মালা,
তোমার শ্যামল শোভার বুকে বিদ্যুতেরি জ্বালা।
তোমার মন্ত্রবলে
পাষাণ গলে, ফসল ফলে,
মরু-বায় আনে তোমার পায়ে ফুলের ডালা॥
মরমর পাতায় পাতায় ঝরঝর বারি-রবে
গুরু গুরু মেঘের মাদল বাজাও তোমার কী উৎসবে?
সবুজ সুধার ধারায়
প্রাণ এনে দাও তপ্ত ধরায়,
বামে রাখো ভয়ঙ্করী বন্যা মরণ-ঢালা॥

৯

আজি বাংলাদেশের হৃদয় হ'তে
কখন্ আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির
হ'লে জননী?
ওগো মা—
তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে।

তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে
সোনার মন্দিরে ॥
ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে,
বাঁ হাত করে শঙ্কা হরণ,
দুই নয়নে স্নেহের হাসি,
ললাট-নেত্র আগুন-বরণ।
ওগো মা—
তোমার কী মূরতি আজি দেখিরে!
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে
সোনার মন্দিরে ॥
তোমার মুক্তকেশের পুঞ্জ মেঘে
লুকায় অশনি,
তোমার আঁচল ঝলে আকাশ তলে,
রৌদ্র-বসনী।
ওগো মা—
তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে।
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে
সোনার মন্দিরে ॥
আজি দুখের রাতে সুখের স্রোতে
ভাসাও ধরণী
তোমার অভয় বাজে হৃদয়মাঝে,
হৃদয়-হরণী।

ওগো মা—
তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে।
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে
সোনার মন্দিরে॥

১০

মেঘের কোলে কোলে যায় রে চ'লে বকের পাঁতি,
ওরা ঘরছাড়া মোর মনের কথা যায় বুঝি ঐ গাঁথি' গাঁথি'॥
সুদূরের বীণার স্বরে
কে ওদের হৃদয় হরে,
দুরাশার দুঃসাহসে উদাস ক'রে,
সে কোন্ উধাও হাওয়ার পাগলামীতে পাখা ওদের ওঠে মাতি'।
ওদের ঘুম ছুটেছে ভয় টুটেছে একেবারে,
অলক্ষ্যেতে লক্ষ্য ওদের, পিছন পানে তাকায় না রে।
যে-বাসা ছিল জানা
সে ওদের দিল হানা,
না-জানার পথে ওদের নাইরে মানা;
দিনের শেষে দেখেছে কোন্ মনোহরণ আঁধার রাতি॥

১১

তোমার কটি-তটের ধটি
কে দিল রাঙিয়া?

কোমল গায়ে দিল পরায়ে
রঙীন আঙিয়া।
বিহান বেলা আঙিনা তলে
এসেছো তুমি কী খেলাছলে,
চরণ দুটি চলিতে ছুটি'
পড়িছে ভাঙিয়া।

কিসের সুখে সহাস মুখে
নাচিছ বাছনি,
দুয়ার পাশে জননী হাসে
হেরিয়া নাচনি।
তাথেই থেই তালির সাথে
কাঁকন বাজে মায়ের হাতে,
রাখাল বেশে ধ'রেছো হেসে
বেণুর পাঁচনী।

নিখিল শোনে আকুল মনে
নূপুর-বাজনা।
তপন শশী হেরিছে বসি'
তোমার সাজনা।
ঘুমাও যবে মায়ের বুকে
আকাশ চেয়ে রহে ও মুখে,
জাগিলে পরে প্রভাত করে
নয়ন-মাজনা॥

১২

আবৃত্তি

ঢোল

১৩

আমি   চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী।
তুমি   থাকো সিন্ধু-পারে ওগো বিদেশিনী॥
তোমায়   দেখেছি শারদপ্রাতে
তোমায়   দেখেছি মাধবী রাতে
তোমায়   দেখেছি হৃদিমাঝাবে ওগো বিদেশিনী॥
আমি   আকাশে পাতিয়া কান,
শুনেছি   শুনেছি তোমাব গান,
আমি   তোমাবে সঁপেছি প্রাণ ওগো বিদেশিনী॥
ভুবন ভ্রমিয়া শেষে,
আমি   এসেছি নূতন দেশে,
আমি   অতিথি তোমারি দ্বারে ওগো বিদেশিনী॥

১৪

সঙ্কোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান,
সঙ্কটের কল্পনাতে হ'য়োনা ম্রিয়মাণ।
মুক্ত করো ভয়
আপনা মাঝে শক্তি ধরো নিজেরে করো জয়।
দুর্ব্বলেরে রক্ষা করো দুর্জ্জনেরে হানো,
নিজেরে দীন নিঃসহায় যেন কভু না জানো ;
মুক্ত করো ভয়
নিজের 'পরে করিতে ভর না রেখো সংশয়।
ধর্ম্ম যবে শঙ্খ-রবে করিবে আহ্বান
নীরব হ'য়ে নম্র হ'য়ে পণ করিয়ো প্রাণ।
মুক্ত করো ভয়
দুরূহ কাজে নিজেরি দিয়ো কঠিন পরিচয়॥

দশ মিনিটের

অবকাশ

শিশু-তীর্থ

দেবতার পরাভব হোলো, দৈত্যরা হোলো জয়ী, ছারখার হ'য়ে গেল স্বর্গলোক। ঋতুপর্য্যায় গেল ভেঙে, চন্দ্র সূর্য্য গেল থেমে, সমস্তই হোলো উলট্ পালট্।

তখন পিতামহ ব'ল্‌লেন, ভয় নেই। স্বর্গকে উদ্ধার ক'রবে নূতন প্রাণ। নবজাত কুমার দেখা দেবেন অভয় বহন ক'রে।

মানুষের সমস্ত প্রত্যাশা নব জীবনের কাছে। শিশু আসে যুগে যুগে "পরিত্রাণায় সাধূনাং, বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।"

আদিকাল থেকে মানব ইতিহাসের যাত্রা নব জন্মের তীর্থে। বুদ্ধ একদিন শিশুরূপে দেখা দিয়েছিলেন, এনেছিলেন নব জন্ম। মানুষ তাকিয়ে আছে শিশুর দিকে। এই শিশু-তীর্থের বিষয়টি নিয়ে নৃত্যাভিনয়।

প্রথম সর্গ

অন্ধকার, উচ্ছৃঙ্খলতা, ভয়, লোভ, ক্রোধ, উন্মাদের অট্টহাস্য।

দ্বিতীয় সর্গ

ভক্ত অরুণোদয়ের অপেক্ষা ক'রে আকাশের দিকে চেয়ে আছেন। ব'ল্‌চেন, ভয় নেই, মানবের মহিমা প্রকাশ পাবে।

গান

কী ভয় অভয় ধামে তুমি মহারাজা,
ভয় যায় তব নামে।
নির্ভয়ে অযুত সহস্র লোক ধায় হে
গগনে গগনে সেই অভয় নাম গায় হে।
তব বলে করো বলী যারে কৃপাময়,
লোকভয় বিপদ মৃত্যু ভয় দূর হয় তা'র,
আশা বিকাশে সব বন্ধন ঘুচে
নিত্য অমৃত রস পায় হে ॥

সংশয়াচ্ছন্ন বিভ্রান্ত চিত্তের দল তাকে বিশ্বাস করে না। বলে, পশু শক্তিই আদ্যাশক্তি, রক্তপঙ্কের মধ্যে পরিণামে সেই শক্তিরই জয় হবে।

[১৪]

তৃতীয় সর্গ

প্রভাতের আলো দেখা দিল। ভক্ত ব'ল্‌লেন চলো সার্থকতার তীর্থে। তা'র অর্থ স্পষ্ট ক'রে কেউ বুঝলে না, কিন্তু পারলো না স্থির থাকতে। কণ্ঠে কণ্ঠে এই ধ্বনি জেগে উঠ্‌লো—চলো।

গান

আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে।
কে আছ জাগিয়া পূরবে চাহিয়া
বলো উঠ, উঠ, সঘনে, গভীর নিদ্রা মগনে।
দেখো তিমির রজনী যায় ওই,
হাসে উষা জ্যোতির্ম্ময়ী,
নব আনন্দে নব জীবনে
ফুল্ল কুসুমে মধুর পবনে বিহগ কল কূজনে॥
হেরো আশার আলোকে জাগে শুকতারা
উদয়-অচল পথে,
কিরণ-কিরীটে তরুণ তপন উঠিছে অরুণ রথে।
চলো যাই কাজে মানব সমাজে
চলো বাহিরিয়া জগতের মাঝে
থেকো না মগন শয়নে, থেকো না মগন স্বপনে॥

চতুর্থ সর্গ

যাত্রীরা দেশ দেশান্তর থেকে বেরিয়েচে, নানা জাতি নানা বেশে, নানা পথ দিয়ে, সাধু অসাধু জ্ঞানী অজ্ঞানী।

গান

কে যায় অমৃত ধাম যাত্রী
আজি এ গহন তিমির রাত্রি
কাঁপে নভ জয় গানে॥
আনন্দ-রব শ্রবণে লাগে
সুপ্ত হৃদয় চমকি' জাগে,
চাহি' দেখে পথ পানে॥
ওগো রহো রহো মোরে ডাকি' লহো
কহো আশ্বাস বাণী।
যাবো অহরহ সাথে সাথে
সুখে দুখে শোকে দিবস রাতে
অপরাজিত প্রাণে॥

পঞ্চম সর্গ

তাদের ক্লান্তি তাদের সংশয়।

ষষ্ঠ সর্গ

জ্ব'লে উঠ্‌লো তাদের ক্রোধ।

গান

যেতে যেতে একলা পথে
নিবেছে মোর বাতি।
ঝড় এসেছে ওরে এবার
ঝড়কে পেলেম সাথী।
আকাশ কোণে সর্ব্বনেশে
ক্ষণে ক্ষণে উঠ্‌ছে হেসে
প্রলয় আমার কেশে বেশে
ক'র্‌ছে মাতামাতি।
যে পথ দিয়ে যেতেছিলেম
ভুলিয়ে দিল তা'রে,
আবার কোথা চ'লতে হবে
গভীর অন্ধকারে!
বুঝি বা এই বজ্ররবে
নূতন পথের বার্ত্তা ক'বে,
কোন্ পুরীতে গিয়ে তবে
প্রভাত হবে রাতি॥

ব'ল্‌লে মিথ্যাবাদী আমাদের বঞ্চনা ক'রেচে। **ভক্তকে** মারতে মারতে মেরে ফেল্‌লে।

গান

মোর মরণে তোমার হবে জয়,
মোর জীবনে তোমার পরিচয়।
মোর দুঃখ যে রাঙা শতদল
আজ ঘিরিল তোমার পদতল,
মোর আনন্দ সে যে মণিহার
মুকুটে তোমার বাঁধা রয়।
মোর ত্যাগে যে তোমার হবে জয়
মোর প্রেমে যে তোমার পরিচয়।
মোর ধৈর্য্য তোমার রাজপথ
সে যে লঙ্ঘিবে বন-পর্ব্বত,
মোর বীর্য্য তোমার জয়রথ
তোমারি পতাকা শিরে বয়॥

সপ্তম সর্গ

তাদেব ভয়, তাদের অনুতাপ, পরস্পরের প্রতি দোষারোপ। প্রশ্ন এই, এখন তাদের পথ দেখাবে কে?

পূর্ব্বদেশের বৃদ্ধ ব'ল্‌লে, যাকে মেরেচি তা'র প্রাণ আমাদের সকলের প্রাণে সঞ্জীবিত হ'য়ে আমাদের পথ দেখাবে। সকলে দাঁড়িয়ে উঠে ব'ল্‌লে, জয় মৃত্যুঞ্জয়ের।

গান

হবে জয় হবে জয় হবে জয় রে
ওহে বীর, হে নির্ভয়।
জয়ী প্রাণ চির প্রাণ
জয়ী রে আনন্দ গান,
জয়ী প্রেম জয়ী ক্ষেম,
জয়ী জ্যোতির্ম্ময় রে॥
এ আঁধার হবে ক্ষয় হবে ক্ষয় রে,
ওহে বীর হে নির্ভয়।
ছাড়ো ঘুম মেলো চোখ,
অবসাদ দূর হোক্
আশার অরুণালোক
হোক্ অভ্যুদয় রে॥

অষ্টম সর্গ

আবার সকলে যাত্রা ক'র্‌লে।

গান

আমাদের ক্ষেপিয়ে বেড়ায় যে
কোথায় লুকিয়ে থাকে রে ?
ছুট্‌লো বেগে ফাগুন হাওয়া
কোন্ ক্ষ্যাপামির নেশায়-পাওয়া,
ঘূর্ণা ধাওয়ায় ঘুরিয়ে দিল সূর্য্যতারাকে ॥
কোন্ ক্ষ্যাপামীর তালে নাচে
পাগল সাগর নীর ?
সেই তালে-যে পা ফেলে যাই
রইতে নারি স্থির।
চল্ রে সোজা ফেল্ রে বোঝা,
রেখে দে তোর রাস্তা খোঁজা,
চলার বেগে পায়ের তলায়
রাস্তা জেগেছে ॥

ক্লান্তি নেই, সংশয় নেই। ব'ল্‌লে আমরা জয় ক'র্‌বো ইহলোক, আমরা জয় ক'র্‌বো লোকান্তর।

নবম সর্গ

কালজ্ঞ ব'ল্‌লেন, আমরা এসেচি। কিন্তু কই প্রাসাদ কই, সোনার খনি কই, শক্তি মন্ত্রের পুঁথি কই ? পথের

ধারে উৎস। উৎসের পাশে কুটীর। কুটীরের দ্বারে ব'সে অজানা সিন্ধুতীরের কবি গান গেয়ে ব'ল্‌চে, মাতা দ্বার খোলো।

গান

তিমির দুয়ার খোলো ; এসো এসো নীরব চরণে
জননী আমার দাঁড়াও এই নবীন অরুণ-কিরণে ॥
পুণ্য পরশ পুলকে সব আলস যাক্‌ দূরে।
গগনে বাজুক্‌ বীণা জগৎ-জাগানো সুরে।
জননী জীবন জুড়াও তব প্রসাদ সুধা সমীরণে,
জননী আমার দাঁড়াও মম জ্যোতিবিভাসিত নয়নে ॥

দশম সর্গ

দ্বার খুল্‌লো। মা ব'সে তৃণশয্যায়, কোলে তাঁর শিশু— অন্ধকারের পরপার থেকে প্রকাশমান শুকতারার মতো।

কবি গেয়ে উঠ্‌লো, জয় হোক্‌ মানুষের, জয় হোক্‌ নব জাতকের, জয় হোক্‌ চির-জীবিতের।

যাত্রীরা প্রণাম ক'র্‌লে, দেশ দেশান্তরের কণ্ঠে ধ্বনিত হোলো সেই জয়গান, যুগে যুগান্তরে তা ব্যাপ্ত হ'লো।

গান

জয় হোক্ জয় হোক্ নব অরুণোদয়।
পূর্ব্ব দিগঞ্চল হোক্ জ্যোতির্ম্ময়॥
এসো অপরাজিত বাণী
অসত্য হানি',
অপহত শঙ্কা অপগত সংশয়॥
এসো নব জাগ্রত প্রাণ
চির যৌবন জয় গান।
এসো মৃত্যুঞ্জয় আশা
জড়ত্ব-নাশা,
ক্রন্দন দূর হোক্, বন্ধন হোক্ ক্ষয়॥

নমো, নমো, নমো নমো!
নির্দ্দয় অতি করুণা তোমার
বন্ধু তুমি হে নির্ম্মম,
যা কিছু জীর্ণ করিবে দীর্ণ
দণ্ড তোমার দুর্দ্দম।